যায়যায়দিন

তারিখ ... 1 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

শিক্ষক সমিতির ৬ বছরের বিরোধ মেটালেন হিরন

বরিশাল অফিস

প্রায় ছয় বছর পর সাধারণ শিক্ষকদের অনুরোধে দুই গ্রুপের বিরোধ মিটিয়ে দিলেন মেয়র শওকত হোসেন হিরন। উভয় গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে সমিতি কার্যালয়ের বন্ধ দুয়ার গতকাল খুলে দেয়া হয়েছে। এতে হাসি ফুটেছে ৩ হাজারেরও বেশি সাধারণ শিক্ষকের মুখে। গতকাল বিকাল থেকে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিশাল ভবন। উভয় গ্রুপের নেতারা যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানান, ছয় বছরে সমিতির ক্ষতি হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি টাকার।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান) নামে পরিচিত সংগঠনটি ২০০৩ সালের জুলাইয়ে আঞ্চলিক কমিটির অভ্যন্তরীণ বিরোধের মুখে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দক্ষিণাঞ্চলের বৃহৎ পেশাজীবী সংগঠনের গুটিকয়েক নেতার বিরোধকে কেন্দ্র করে মারমুখী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে এক পর্যায়ে বিশাল ভবনে তালা পড়ে। বাধ্য হয়ে ভবনের বাইরে উভয় গ্রুপ পৃথক স্থানে ভাড়া বাড়িতে নিজ নিজ গ্রুপের ব্যানারে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এতে বিপাকে পড়েন সমিতিভুক্ত দক্ষিণাঞ্চলের ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষক।

ক্ষতির পরিমাণ অর্ধকোটি টাকা

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষকরা নিজেদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে উভয় গ্রুপের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষ নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি অবসান করে সাধারণ শিক্ষকদের ডাকে সাড়া দেন। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষকরা মেয়র শওকত হোসেন হিরনের শরণাপন্ন হলে তিনি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস দেন। শুক্রবার উভয় পক্ষ মেয়রের সঙ্গে বৈঠক করে যৌথ একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে নতুন করে সমিতিকে সচল করার উদ্যোগ নেয়। ১৩ সদস্যের নতুন আহ্বায়ক কমিটির প্রধান করা হয় এক পক্ষের নেতা নগরীর মথুরানাথ পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেককে। যৌথ সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় মেয়র হিরন উভয় পক্ষকে নিয়ে হাজির হন নগরীর ফকিরবাড়ি সড়কে সমিতির নিজস্ব ভবনে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনের দরজার তালা খুলে দেন মেয়র।

বিকালে এ উপলক্ষে সমিতি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা বলেন, বিভক্তির ফলে শিক্ষক সমাজের কি সর্বনাশ হয়েছে তা অনুধাবন করতে পেরেছি আমরা। শিক্ষক সমাজের সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পুনঃঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির একাংশের নেতা নগরীর শ্রীচৈতন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাস গুপ্ত আশিষ কুমার। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ছয় বছরে সমিতির ক্ষতি হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি টাকা। বন্ধ থাকায় ছয় বছরে সমিতির ২০ লাখ টাকা অপচয় হয়েছে। পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে ১৮ লাখ টাকায় কেনা সমিতির নিজস্ব অফসেট প্রিন্টিং মেশিন। এছাড়া সমিতি ভবনটি অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকার কারণে ভবনের দুটি ফ্লোরের দুটি ভাড়া নেয়া অফিস বাড়ি ভাড়া পরিশোধ না করেই চলে গেছে। ছয় বছরে অবসরে যাওয়া অনেক শিক্ষক তাদের কল্যাণ ফান্ডের টাকা নিতে পারেননি। এতে সাধারণ শিক্ষকদের ব্যাপক ক্ষতি মেনে নিতে হয়েছে। শিক্ষক নেতারা জানান; শিগগির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী সমিতি পরিচালনা করা হবে এখন থেকে।